দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 MAR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শহীদ মিনারে অপ্রীতিকর ঘটনা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ মহান একুশে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অপ্রীতিকর ঘটনাসহ গত ১২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়র জিয়া হলে উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করার ঘটনার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে। এদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। রবিবার

(১১ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক বৈঠকে ঘটনা দু'টির ওপর তদন্ত কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা শেষে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শহীদ মিনারের ঘটনার সঙ্গে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ছাত্রদলের ছ'জন নেতা জড়িত। এরা হলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেল, সহ-সভাপতি মঞ্জুরে এলাহী, শিশির, বশির আহমেদ এবং সেলিমুজ্জামান সেলিম। ঈদের পরে এদের কাছে কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানোর নোটিস দেবে। উত্তর দেয়ার জন্য পনেরো দিন সময় বেঁধে দেয়া হবে। শো'কজ নোটিশের উত্তর বিবেচনা করে এদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে গত ১২ আগস্ট হলগুলোতে অবৈধ বহিরাগতদের উৎখাত করে প্রকৃত ছাত্রদের আবাসনের প্রক্রিয়া কার্যকর করতে গিয়ে উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরী লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। এই ঘটনার জন্য গঠিত তদন্ত কমিটিও তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। আট মাস পরে গতকালের সিন্ডিকেটের বৈঠকে এই রিপোর্টটি খোলা হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী এ ঘটনার সঙ্গে ৫ জন ছাত্র জড়িত রয়েছে। এদেরকে শো'কজ নোটিস দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিন্ডিকেট সদস্য বলেন, 'একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুতে হয় বলে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছে। কোনরকম বেয়াদবীই সহ্য করা হবে না। কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বেয়াদবী করে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকতে পারবে না।'